আমরা সেই জাতি

ড. রাগিব সারজানি

আমরা সেই জাতি

অনূদিত
শামীম আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

আমরা সেই জাতি

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।

৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

বর্ণসজ্জা : মুহিব্বুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-23-9

মূল্য : ১২০/- টাকা মাত্র

Amra Sei Jati
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan
Online Distributer: rokomari.com

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না।
তোমরা প্রকৃত মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।
[সুরা আল ইমরান: ১৩৯]

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অ র্প ণ

মাওলানা শিহাবুদ্দিন (মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর)

যাঁর কাছে আমরা শিখেছি জীবনের সহজ পাঠ—হতাশ না হওয়া। ভেঙে না পড়া। নিজের নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে যাওয়া এবং সুশোভন মুচকি হাসিতে উড়িয়ে দেওয়া জীবনের যত ব্যথা-বেদনার ধুলিকণা।

তাঁর একটি দীঘল সুস্থ ও নেক হায়াতের প্রত্যাশায়...।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান	১১
লেখকের ভূমিকা	১৩

প্রথম অধ্যায়

আজ কেন মুসলমানরা হতাশ	১৫
আমাদের কৃতকর্মের ফসল	১৬
বিভিন্ন দলের সমূহ ষড়যন্ত্র	১৮
ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয়	১৯
ষড়যন্ত্রকারীদের কাজের ধরন	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবন্ত এক জাতি	২৯
কালের আবর্তন ধারা	৩০
স্থায়ী এক জাতি	৩২
সঙ্ঘাতের প্রকৃতি	৩৫
কোরআন-হাদিসের সুসংবাদ	৪১
ইতিহাসের শিক্ষা	৪৭
মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য	৪৯
বর্তমানের বাস্তবতা	৫৩
শত্রুদের বাস্তবতা	৫৬
কষ্টের চূড়ান্তে আসে সাহায্য	৬০
সকল কিছুর আছে একটি নির্দিষ্ট সময়	৬২
প্রতিদানের সম্পর্ক আমলের সাথে	৬৪
তোমরাই হবে বিজয়ী	৬৮
হে মুমিনগণ, হে আল্লাহর বান্দাগণ,	৬৯
শেষকথা	৭২

আমরা সেই জাতি...

ভাঙা কেল্লায় ওড়ে নিশান

"এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ..."

আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমাদের আজ ভাঙা কেল্লায় ওড়ছে নিশান। তাই সময় হয়েছে সচেতন হয়ে উঠার। হতাশাকে দূরে ঠেলার। একটু একটু করে নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করার। ইলম ও আমলে পূর্ণ মুমিন হওয়ার। বইটিতে এই আহ্বানই করা হয়েছে বারবার।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন,

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

অর্থ : তিনি [হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম] বলেন, বিভ্রান্তরাই শুধু আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। [সুরা হাজর: ৫৬]

এ কারণে লেখক বলেন, যা-ই ঘটুক, যত বড় বিপদই আসুক: মুমিন কখনো হতাশ ও নিরুদ্যম হবে না। হাল ছেড়ে দেবে না।

হয়তো বহু বিপদ নারীদের চিৎকার-ক্রন্দন। সন্তানহারা আর্তনাদ। সকাল-সন্ধ্যায় শিশু-কিশোরদের হত্যা। ধসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাড়ি-ঘর। জমিন উজাড় করা হচ্ছে, ক্ষেত-খামার ফসল পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে.. রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত দেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, মৃতরা দাফন কাফন বা কবর পর্যন্ত পাচ্ছে না...

হয়তো চারদিকে শুধু ধ্বংস, বিনাশ, অত্যাচার ও গণহত্যা...ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিক্ষিপ্ত ও রক্তাক্ত লাশ আর লাশ... শিশুদের... কিশোর-কিশোরীদের... পুরুষ ও মহিলাদের...

টিকতে পারছে না কোনো প্রতিরোধ প্রতিবাদ কিংবা কিছুই হচ্ছে না... কিংবা অবস্থা এরচেয়েও আরও ভয়াবহ। তবুও তোমাদের বলি, হতাশ

হয়ো না, নিরুদ্যম হয়ো না, পিছু হটো না,... কাফের সম্প্রদায়ই শুধু আল্লাহর রহম ও কুদরত থেকে নিরাশ হয়...

দিন তো ফিরবেই। এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই নিয়মের কথা তিনি নির্দেশ করে কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন–

﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

অর্থ : তোমাদের যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুরূপ আঘাত (ইতঃপূর্বে) লেগেছিল। এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি।

[সুরা আলে ইমরানঃ ১৪০]

এবার লেখক ও বই সম্পর্কে কিছু বলি। বাংলাদেশের পাঠকমহলে বিশিষ্ট গবেষক ড. রাগিব সারজানিকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখি না। তিনি সব সময় একটু ব্যতিক্রম। চিন্তায় অগ্রগামী। বাস্তবতার সমঝদার। ইতিহাসাশ্রয়ী। সমস্যার গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী এক মননশীল প্রতিভা। আমি এর আগেও তার কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ করেছি। কিন্তু বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির গতি প্রকৃতিই যেন আলাদা। যেন এক শাণিত শোণিত। সাথে রয়েছে আগের মতোই মুগ্ধ ও মোহিত করার যোগ্যতা। এটি মূলত লেখকের 'أمة لن تموت' এর অনুবাদ।

আমি নিশ্চিত, বইটি পড়ার আগে ও পরের যে-কারও মাঝে এক অন্যরকম পার্থক্য অনুভূত হবে। তিনি হয়ে উঠবেন আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জীবিত। উন্নত ও আশান্বিত। অবশ্য এটা লেখকের একক কোনো কৃতিত্ব নয়—তিনি যেই মহান বাণী ও প্রতিশ্রুতিগুলো উল্লেখ করেছেন, প্রভাবের প্রধান কারিশমা লুকিয়ে আছে সেই বাণীগুলোর মধ্যেই। কিন্তু লেখক যেন আমাদের নতুন করে দেখালেন। ভাবালেন। উজ্জীবিত করলেন। করলেন আশান্বিত।

শামীম আহমাদ
মিরপুর

লেখকের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশ ও মুসলমানদের অবস্থা দেখে অনেক মুসলিম-হৃদয়ই হতাশায় আক্রান্ত। মুসলিম জাতি আবার নতুনভাবে জেগে উঠতে পারে—সেক্ষেত্রেও তারা হতাশ। একারণে অনেকেই মনে করেন, মুসলমানদের বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান—তা শুধু অতীত ইতিহাসের বিষয়। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব শুধু পূর্ব আর পশ্চিমের অধিকারে—কিছুতেই আর মুসলমানদের নেতৃত্বের আসনে উঠে আসা সম্ভব নয়। কিংবা মুসলমানরা বিশ্বের নেতৃত্বে কোনোদিন যদি আসতেও পারে তবুও তা বহু প্রজন্ম পর, বহু শতাব্দী পরে—সে সময় আমরা তো দূর, আমাদের সন্তান-সন্ততি—এমনকি নাতি-নাতনীরাও তা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্যটি পাবে না।

হতাশা ও নিরাশার ঠিক এই অবস্থাতে মুসলমানদের কিছুতেই ফিলিস্তিন, সিরিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, ইরাক, আফগানিস্তান কিংবা এমন আক্রান্ত দেশগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব নয়—বাস্তব কোনো সমাধান করা তো আরও দূরের বিষয়। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার।

হতাশার এই ঢেউ-সাগরে বক্ষ্যমাণ বইটিতে মুসলমানগণ অবশ্যই একটি অবলম্বন পেয়ে যাবেন—আর তা হলো 'আশা'। বইটি তাদের অন্তরের মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটাবে এবং গোটা মুসলিম জাতির উপর যে হতাশা চেপে বসেছে, তা রহিত করবে। বিশেষকরে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারবে আমাদের তরুণ প্রজন্ম।

বইটিকে আমি প্রধান দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'لماذا أحبط المسلمون'—মুসলমানগণ হতাশ কেন? এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি সেসকল কারণ নিয়ে, যার প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ আজ হতাশায় ভুগছে।

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'أمة لن تموت'—জীবন্ত এক জাতি। এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দশটি বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছি,

যেগুলো প্রমাণ করে—কার্যত এই জাতির কোনো মৃত্যু নেই। এই জাতির বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

আর বইটির পুরোটাই মূলত আশা সঞ্চারক একটি আহ্বান...

এতে রয়েছে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবার আশা—আশা রয়েছে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের... আশা রয়েছে সাহায্য ও বিজয়ের।

আশা রয়েছে—মুসলিম জাতি বিশ্বের সকল জাতির মাঝে তার সম্মান ও মর্যাদার স্থানটি আবার ফিরে পাবার।

অবশ্যই সেই স্থান—আল্লাহ তার জন্য যে স্থানটি চান, আর এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়।

আল্লাহ তাআলা যেন এটিকে আমার এবং আপনাদের সকলের সওয়াবের মাধ্যম বানিয়ে নেন। আমিন।

–ড. রাগিব সারজানি

প্রথম অধ্যায়

আজ কেন মুসলমানরা হতাশ

বড়ই আশ্চর্য!

মহানগ্রন্থ আল-কোরআনের মতো কিতাবের অধিকারী যেই জাতি, সেই জাতি আজ নিরাশ!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মতো মহান বাণীর উত্তরাধিকারী যেই জাতি, সেই জাতি আজ হতাশ!

আশ্চর্যের বিষয়!

মুসলমানদের ইতিহাসের মতো রয়েছে যার একটি বীরত্বপূর্ণ সমৃদ্ধ ইতিহাস, রয়েছে কিংবদন্তীতুল্য মহান সকল পুরুষ, তাদের একটি প্রজন্ম আজ হতোদ্যম!

বড়ই আফসোসের বিষয়!

মুসলমানদের ক্ষমতার মতো যারা ক্ষমতা রাখে, মুসলমানদের ধনভান্ডারের মতো যারা ধনভান্ডার রাখে, সেই জাতিই আবার ভোগে নিরাশায়!

কীভাবে!!

সেই জাতি নিরাশ হয় কীভাবে, যে জাতির প্রভু তাঁর কিতাবের মধ্যে ঘোষণা করেছেন—বিভ্রান্তরাই শুধু আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়!

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আজ এমনটিই। এটা এমন এক বাস্তবতা—যা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবতা হলো—আজ আশা রহিত হয়ে গেছে, স্বপ্ন হয়েছে ধূলিসাৎ। উচ্চাশার অপমৃত্যু হয়েছে। আর বহু বিপর্যয় চেপে ধরেছে মুসলমানদের। এর থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো আশাই যেন নেই...।

কিছু মুসলিমের অন্তরের মধ্যে যে জিনিস এই হতাশার বীজ বপন করেছে, নিশ্চয় তা দুর্বল হৃদয়ের মধ্যে আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুর্বল অন্তর সেগুলো আরও ভয়াবহ ভেবে নিয়েছে—তাই যখন তার

জাগ্রত হয়ে উঠার কথা, সে তখন আরও লাঞ্ছনার অবসন্নে ঢলে পড়ছে। তার যখন উঠে দাঁড়ানোর কথা, তখন সে আরও নত অবনত হয়ে পতনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

অবশ্যই এর একটি বিহিত হওয়া দরকার...।
অবশ্যই আমাদের ভাবা দরকার... ভাববার সময় এসেছে। যাতে আমরা এগুলোর প্রকৃতি-ধরন বুঝতে পারি। এর থেকে শিক্ষা নিতে পারি এবং একটি বাস্তব সমাধানে আসতে পারি।

আমাদের ভাবা দরকার, আমাদের যা হয়েছে—এটা আমাদের কেন হলো? আমাদের জেগে উঠার পথ কী হবে? কর্তৃত্ব লাভের পন্থা কী হবে? কী হবে আমাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার কৌশল ও মাধ্যম? আমাদের একটু ভাবা দরকার। ভাববার সময় হয়েছে... কিংবা সময় পেরিয়ে যাচ্ছে...

যে সকল কারণে আমরা আজ এই অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছি, তার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। সেগুলোকে আমরা প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—

প্রথম কারণ : আমাদের কৃতকর্মের ফসল

মুসলমানগণ আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে যে অবহেলা ও অবজ্ঞা দেখিয়েছে এবং যেভাবে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ ও পন্থা থেকে দূরে সরে গিয়েছে, এগুলো তারই ফসল। আহা... মুসলমানগণ এতটাই নীচে নেমে গিয়েছে যে, তারা আজ আল্লাহর শত্রুদের দিকেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে। তাদের সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে—...এগুলোই আমাদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এ কারণেই বিভিন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের।

১. নিজেদের ভুলের কারণে মুসলমানগণ আজ একের পর এক, অনেকগুলো পরাজয়ের গ্লানি বহন করে চলছে—যার সূচনা হয়েছে উসমানীয় খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে। এর পর ফিলিস্তিনের পতন এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। এরপর ১৯৬৫ সালের পরাজয়। এরপর ১৯৬৭ সালের পুনঃআক্রমণ।